দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

এতে কওমী মাদ্রাসার স্বকীয়তা নষ্ট হবে

কওমী মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসুন এরশাদ

❑ বিশেষ সংবাদদাতা : কওমী মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মাদ এরশাদ। তিনি বলেন, এ ধরনের সিদ্ধান্তে কওমী মাদ্রাসার স্বকীয়তা নষ্ট হবে। ইসলাম বিদ্বেষীরা আরো আশকারা পাবে। গতকাল এক বিবৃতিতে তিনি এ আহ্বান জানান। তিনি ধর্মীয় বিষয়ে সরকারকে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে আরো বলেন, কুরআন-সুন্নাহ্‌র সঠিক ব্যাখ্যা, ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা ও বিশুদ্ধ আকিদার প্রচার-প্রসারে মনযোগী হতে হবে। কওমী মাদ্রাসাসমূহ এদেশে কুরআন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞানের পৃঃ ১২ কঃ ২

কওমী মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মূল কেন্দ্র। এখান থেকেই প্রতি বছর হাজার হাজার কুরআন-এ হাফেজ, মুহাদ্দিস, আলেম, মুফতি, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খতিব তৈরি হচ্ছে। সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তারা লক্ষ লক্ষ অগণিত ছাত্র-শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টদের কর্মসংস্থান এবং দরিদ্র পরিবারগুলোর জীবিকার ব্যবস্থা করে যাচ্ছে; অথচ যা ছিল সরকারের দায়িত্ব। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত এসব উলামা-মাশায়েখগণ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের জনগণের ইসলামী মূল্যবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন ও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের মাধ্যমে সরকারের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করে চলেছে। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সমাজ উন্নয়নে এতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পরও তারা কোন ধরনের সরকারি সাহায্য পায় না। বরং শুধুমাত্র জনগণের দানের টাকায় চলে। সরকারের সাহায্য বা সহযোগিতা অনেক দূরের কথা; উল্টো সরকার ও কিছু গোষ্ঠী তাদের উপহাস, তাচ্ছিল্য ও মিথ্যা অপবাদে লিপ্ত। কখনায় কথায় তাদের মধ্যযুগের বর্বরতার মানসিকতার মানুষ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। আবার কখনো তাদের বলা হয় ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠী। সরকারের বিরূপ আচরণের ফসল বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে নাস্তিক-ব্লগারদের অবাধ আপত্তিকর মন্তব্য, যা আগে এমনটি দেখা যায়নি। ব্লগারদের পাশাপাশি, আশকারা পেয়েছে ঘুমিয়ে থাকা বিভিন্ন নাস্তিক গোষ্ঠী। তারা আজ সক্রিয় হয়ে জাতির সামনে নির্ভয়ে ইসলাম সম্পর্কে যা ইচ্ছা তাই বিরূপ মন্তব্য করে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিচ্ছে। যার ক্ষত দীর্ঘস্থায়ী ও খুবই ভয়াবহ যা দেশকে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে। সরকার এই স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে মাদ্রাসাগুলোকে সহযোগিতাতো করছেই না বরং তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এর পরিণাম কখনই শুভ হবে না। সাবেক প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, উলামা-মাশায়েখগণ জীবনের মূল্যবান সময় কুরআন-সুন্নাহ্‌ চর্চার পেছনে ব্যয় করেন। ধর্মীয় বিষয়ে ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদের গুরুত্ব ও অবদান অপরিসীম। তাই অন্তত ধর্মীয় বিষয়ে তাদের স্বাধীনতা ও মতামতকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। সরকার মাদ্রাসাসমূহ নিয়ন্ত্রণে যে আইন করতে চাচ্ছে এর মাধ্যমে কওমী মাদ্রাসার স্বকীয়তা নষ্ট হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এতে করে ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারকারিরা নিজ স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ পাবে। এই অবস্থায় নিশ্চিতভাবে ইসলামের সঠিক ধারণা, অনুশীলন ও চর্চা চরম হুমকির মধ্যে পড়বে। তাই অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণের নামে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ক্ষতিকর কোন আইন না করার জন্য আমি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই। আরো আহ্বান জানাই যেন সরকারিভাবে তাদেরকে পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা করা হয়। কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের সম্পর্কে যারা ভ্রান্ত ও বিরূপ মন্তব্যের দ্বারা সমাজে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির নীল-নকশায় লিপ্ত, সরকার যেন তাদের বিষয়ে সতর্কমূলক প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যাবস্থা গ্রহণ করেন।